

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

বিষয়ঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের উপর অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি	:	মোঃ রইছউল আলম মন্ডল, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
সভার স্থান	:	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।
তারিখ ও সময়	:	২৬ ডিসেম্বর ২০১৮ ও বেলা ০১.৩০ ঘটিকা
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা	:	পরিশিষ্ট-‘ক’ তে সংযুক্ত আছে।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের গুরুত্ব সম্পর্কে সভায় আলোকপাত করেন এবং বলেন এসব প্রতিশ্রুতির সাথে অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্বাচনী ইশতেহারেরও সম্পর্ক রয়েছে বিধায় এগুলি বাস্তবায়নে দ্রুততম সময়ে কার্যক্রম সম্পাদন করা বাঞ্ছনীয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে একমত পোষণ করে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন মর্মে জানান।

২। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব(প্রশাসন-৩ অধিশাখা) জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম প্রথমে বিগত ১৮ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় অগ্রগতির বিবরণ অন্তর্ভুক্তির সংশোধনসহ কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়করণ করা হয়।

৩। সভায় কর্মকর্তাগণ নির্দেশনা বাস্তবায়নের বিষয়ে অগ্রগতি অবহিত করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

প্রতিশ্রুতিঃ

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	আলোচনা	গৃহিত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাস্তবায়নে
১	সিরাজগঞ্জে সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন করা।	বাস্তবায়িত	প্রতিশ্রুতিটি বাস্তবায়িত হয়েছে মর্মে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জানাতে হবে।	যুগ্মসচিব (প্রাস-৪), যুগ্মপ্রধান, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
২	মৎস্য চাষে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জে মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন।	বাস্তবায়িত	প্রতিশ্রুতিটি বাস্তবায়িত হয়েছে মর্মে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জানাতে হবে।	যুগ্মসচিব (মৎস্য), যুগ্মপ্রধান, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৩	জেলেদের জন্য কৃষির অনুরূপ পরিচয় পত্র প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ	বাস্তবায়িত	প্রতিশ্রুতিটি বাস্তবায়িত হয়েছে মর্মে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জানাতে হবে।	যুগ্মসচিব (মৎস্য), যুগ্মপ্রধান, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৪	গোপালগঞ্জ জেলায় হাঁস-মুরগির হ্যাচারি স্থাপন।	বাস্তবায়িত	প্রতিশ্রুতিটি বাস্তবায়িত হয়েছে মর্মে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জানাতে হবে।	যুগ্মসচিব (প্রাস-৪), যুগ্মপ্রধান, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৫	চাঁদপুর মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রে ডিপ্লোমা কোর্স চালুকরণ	বাস্তবায়িত	প্রতিশ্রুতিটি বাস্তবায়িত হয়েছে মর্মে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জানাতে হবে।	যুগ্মসচিব (মৎস্য), যুগ্মপ্রধান, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৬	জাটকা ধরা বন্ধ রাখলে ১০ কেজির বদলে মাসিক ৩০ কেজি চাল প্রদান	বাস্তবায়িত	প্রতিশ্রুতিটি বাস্তবায়িত হয়েছে মর্মে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জানাতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

নির্দেশনাসমূহঃ

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	আলোচনা	গৃহিত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাস্তবায়নে
১	এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ এবং হালাল মাংস সৌদি আরবসহ মুসলিম দেশসমূহে রফতানি করা	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, (ক) রপ্তানিযোগ্য মৎস্য সম্পদের গুনগতমান নিশ্চিত করে রপ্তানি করা হয়ে থাকে। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ হতে মধ্যপ্রাচ্যে এবং সৌদিআরবে রপ্তানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের বিবরণঃ	(ক) রপ্তানিযোগ্য মৎস্য সম্পদের গুনগতমান নিশ্চিত করে রপ্তানি করতে হবে। (খ) মৎস্যসম্পদ রপ্তানি	অতিঃ সচিব (প্রাস-২), যুগ্মসচিব (মৎস্য), মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর,

	যেতে পারে	<table border="1" data-bbox="480 136 1046 277"> <tr> <td>মাস</td> <td>মধ্যপ্রাচ্য (মে.টন)</td> <td>সৌদিআরব (মে.টন)</td> </tr> <tr> <td>নভেম্বর, ২০১৮</td> <td>৫৬১.২০১</td> <td>২৪৭.৪৭৭ (আহরিত মাছ)</td> </tr> </table> <p>(খ) বিষয়টি ফলোআপ করা হচ্ছে।</p> <p>মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, গ) বাংলাদেশে গবাদিপশুর ক্ষুরারোগ মুক্ত জোন সৃষ্টির লক্ষ্যে পাবনা জেলার ০৩ টি উপজেলায় টিকা প্রদানের কার্যক্রম চলমান আছে। নভেম্বর/২০১৮ ইং মাসে ৭ হাজার ১ শত ৫৯ টি গবাদিপশুকে ক্ষুরারোগের টিকা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া যশোর জেলার বিকরগাছা উপজেলায় ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর রোগমুক্তকরণের লক্ষ্যে টিকা প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে।</p> <p>(ঘ) মৎস্য সম্পদ এবং হালাল মাংস রপ্তানীর বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করে অগ্রগতি জানানো হবে।</p>	মাস	মধ্যপ্রাচ্য (মে.টন)	সৌদিআরব (মে.টন)	নভেম্বর, ২০১৮	৫৬১.২০১	২৪৭.৪৭৭ (আহরিত মাছ)	<p>বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। MOU সম্পাদনের বিষয়টি ফলোআপ করতে হবে।</p> <p>গ. zoning কর্ম-পরিকল্পনা চূড়ান্ত হওয়ায় বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরবর্তী সভায় জানাতে হবে।</p> <p>ঘ. মৎস্য সম্পদ এবং হালাল মাংস রপ্তানির বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করে অগ্রগতি জানাতে হবে।</p>	<p>মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর</p>												
মাস	মধ্যপ্রাচ্য (মে.টন)	সৌদিআরব (মে.টন)																				
নভেম্বর, ২০১৮	৫৬১.২০১	২৪৭.৪৭৭ (আহরিত মাছ)																				
২	<p>বিদেশের বাজারের পাশাপাশি বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে বিদেশে গড়ে ওঠা মার্কেটে মৎস্য এবং মাংস রপ্তানির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।</p>	<p>মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত ও চলমান।</p> <p>চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের নভেম্বর মাসে রপ্তানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের বিবরণ নিম্নরূপ:</p> <table border="1" data-bbox="472 887 1046 1211"> <thead> <tr> <th>ক্র. নং</th> <th>মাস</th> <th>পণ্যের বিবরণ</th> <th>পরিমাণ (মে.টন)</th> <th>আয় (মিলিয়ন ইউ এস ডলার)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">১.</td> <td rowspan="2">নভেম্বর, ২০১৮</td> <td>হিমায়িত মাছ</td> <td>৩,৮২৯.৩৯</td> <td>৩৭.৯৩</td> </tr> <tr> <td>বরফায়িত মাছ</td> <td>১০৭৮.২৫৭</td> <td>৩.৩৮</td> </tr> <tr> <td>২.</td> <td>নভেম্বর, ২০১৮</td> <td>মোট মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য</td> <td>৬,৭৯৫.৬৯</td> <td>৪৫.৭৪</td> </tr> </tbody> </table> <p>(গ) চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে নভেম্বর, ২০১৮ মাসে মোট ১৩৪ মে.টন ফিস স্কেল ও চিংড়ির খোসা রপ্তানি করা হয়েছে।</p> <p>চেয়ারম্যান, বিএফডিসি সভায় জানান যে, বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে বিদেশে গড়ে ওঠা মার্কেটে মৎস্য রপ্তানির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, মৎস্য অধিদপ্তর, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো এবং বেসরকারী সংস্থাসমূহ সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখছে।</p> <p>মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে জানান যে, রপ্তানীযোগ্য মাংসের গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য লেবরটরি স্থাপন করা হচ্ছে। এ ছাড়া নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত মাংস রপ্তানীর জন্য জোনিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন অব্যাহত আছে।</p>	ক্র. নং	মাস	পণ্যের বিবরণ	পরিমাণ (মে.টন)	আয় (মিলিয়ন ইউ এস ডলার)	১.	নভেম্বর, ২০১৮	হিমায়িত মাছ	৩,৮২৯.৩৯	৩৭.৯৩	বরফায়িত মাছ	১০৭৮.২৫৭	৩.৩৮	২.	নভেম্বর, ২০১৮	মোট মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য	৬,৭৯৫.৬৯	৪৫.৭৪	<p>(ক) রপ্তানীযোগ্য মৎস্য সম্পদ এবং মাংসের গুণগতমান নিশ্চিত করে রপ্তানি করতে হবে।</p> <p>(খ) বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</p> <p>(গ) মাছের বর্জ্য/ উপজাত দ্রব্য জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করার এবং এ সকল দ্রব্যের রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে।</p> <p>(ঘ) বিদেশে বাংলাদেশী ব্যবসায়ী সমন্বয়ে গড়ে উঠা মার্কেটে মৎস্য, মাংস ও এদের ভ্যালু অ্যাডেড পণ্য রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>অতিঃ সচিব(প্রাস-২), যুগ্মসচিব (মৎস্য), যুগ্মসচিব, ব্লু-ইকোনমি, যুগ্মসচিব, (প্রাস-১), চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর</p>
ক্র. নং	মাস	পণ্যের বিবরণ	পরিমাণ (মে.টন)	আয় (মিলিয়ন ইউ এস ডলার)																		
১.	নভেম্বর, ২০১৮	হিমায়িত মাছ	৩,৮২৯.৩৯	৩৭.৯৩																		
		বরফায়িত মাছ	১০৭৮.২৫৭	৩.৩৮																		
২.	নভেম্বর, ২০১৮	মোট মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য	৬,৭৯৫.৬৯	৪৫.৭৪																		
৩	<p>দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত জাতের গরু, গাভী, মহিষের জাত উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর জানান যে, ক) ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দুধ, মাংস ও ডিমের লক্ষ্যমাত্রা ও উৎপাদন:</p> <table border="1" data-bbox="480 1711 1046 1995"> <thead> <tr> <th>নাম</th> <th>লক্ষ্যমাত্রা</th> <th>নভেম্বর/১৮ মাসের অর্জন</th> <th>ক্রমপূঞ্জিত (জুলাই- নভেম্বর/১৮)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>দুধ (লক্ষ মে. টন)</td> <td>৯৮.৭০</td> <td>৯.৫০</td> <td>৪৩.৫১</td> </tr> <tr> <td>মাংস (লক্ষ মে. টন)</td> <td>৭৪.৩০</td> <td>৬.৭৮</td> <td>৪৬.৮৪</td> </tr> <tr> <td>ডিম (কোটি)</td> <td>১৬৬৫.০০</td> <td>১৫০.৭৮</td> <td>৭৩৬.৩৫</td> </tr> </tbody> </table> <p>মাংস, দুধ ও ডিমের চাহিদা ও উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্থবছরের শুরুতে নির্ধারণ করা হয়। এই লক্ষ্যমাত্রা মহাপরিচালক,</p>	নাম	লক্ষ্যমাত্রা	নভেম্বর/১৮ মাসের অর্জন	ক্রমপূঞ্জিত (জুলাই- নভেম্বর/১৮)	দুধ (লক্ষ মে. টন)	৯৮.৭০	৯.৫০	৪৩.৫১	মাংস (লক্ষ মে. টন)	৭৪.৩০	৬.৭৮	৪৬.৮৪	ডিম (কোটি)	১৬৬৫.০০	১৫০.৭৮	৭৩৬.৩৫	<p>(ক) মাঠ পর্যায়ে গবাদিপশু, দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনের সঠিক তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন দিতে হবে এবং এর চাহিদা ও উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও অর্জন নিশ্চিত করার জন্য মন্ত্রণালয়ে সভা করতে হবে।</p> <p>(খ) উন্নত জাতের গবাদি পশু উৎপাদনের জন্য গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে</p>	<p>অতিঃ সচিব (প্রাস-২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও মহাপরিচালক, বিএলআরআই</p> <p>মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও মহাপরিচালক,</p>		
নাম	লক্ষ্যমাত্রা	নভেম্বর/১৮ মাসের অর্জন	ক্রমপূঞ্জিত (জুলাই- নভেম্বর/১৮)																			
দুধ (লক্ষ মে. টন)	৯৮.৭০	৯.৫০	৪৩.৫১																			
মাংস (লক্ষ মে. টন)	৭৪.৩০	৬.৭৮	৪৬.৮৪																			
ডিম (কোটি)	১৬৬৫.০০	১৫০.৭৮	৭৩৬.৩৫																			

		<p>প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়ে থাকে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করার জন্য মন্ত্রণালয়ের সাথে অধিদপ্তরের এপিএ বাস্তবায়ন কমিটির প্রতি ৩ মাস পর পর মূল্যায়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়।</p> <p>গ) কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া যা দ্বারা গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও জেনেটিক বৈশিষ্ট্য উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে সাভারস্থ কেন্দ্রীয় কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার, রাজশাহীস্থ আঞ্চলিক কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার ও জেলা কেন্দ্রে রক্ষিত উন্নত জাতের ষাঁড়ের বীজ সংগ্রহ করে হিমায়িত ও তরল উপায়ে সমগ্র দেশব্যাপী ৩৮৮০ টি কৃত্রিম প্রজনন উপ-কেন্দ্র ও পয়েন্টের মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের নিমিত্তে পরিচালিত কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমের জন্য ব্রীড আপগ্রেডেশন থু প্রজেনী টেস্ট প্রকল্পের মাধ্যমে ৮ টি প্রজেনী টেস্টেড ষাঁড় উৎপাদিত হয়েছে।</p> <p>মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় জানান যে, মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গাভী, ষাড় ও মহিষের কৌলিকমান উন্নয়ন, কৃত্রিম প্রজননের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। গবেষণায় উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম অব্যাহত আছে।</p>	<p>হবে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করতে হবে।</p> <p>(গ) গবেষণা কার্যক্রমের ও তাঁর বাস্তবায়ন তথ্য একটি ছক আকারে প্রদান করতে হবে।</p> <p>(ঘ) কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।</p>	বিএলআরআই মহাপরিচালক, বিএলআরআই
৪	কুমির থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রাণির চামড়া সঠিকভাবে প্রক্রিয়া করে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে	নির্দেশনাটির কার্যক্রম এ মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত না হওয়ায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নের জন্য প্রেরিত পত্রের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	নির্দেশনাটি এ মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় বিধায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত পত্রের ফলোআপ করতে হবে।	অতিঃ সচিব (প্রাস-২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৫	সমুদ্র বিজয়ের ফলে পরিধি ও বিস্তৃতি বেড়ে যাওয়ায় গভীর সমুদ্রে মাছ সংরক্ষণ ও আহরণ নিয়ন্ত্রিত এবং সঠিক পদ্ধতিতে হওয়ার পদক্ষেপ নিতে হবে।	সভায় বিষয়টি বাস্তবায়িত মর্মে আলোচনা হয়। ইহা একটি চলমান প্রক্রিয়া।	চলমান প্রক্রিয়া ফলোআপ করতে হবে।	যুগ্মসচিব (মৎস্য), যুগ্ম-সচিব (ব্লু ইকোনমি), যুগ্ম-প্রধান, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৬	জাতীয় মাছ ইলিশকে রক্ষা করতে জাটকা নিধন বন্ধ করার জন্য মৎস্যজীবী জেলে সম্প্রদায়কে খাদ্য সহায়তার পাশাপাশি বিকল্প কর্মসংস্থান করতে হবে।	সভায় বিষয়টি বাস্তবায়িত মর্মে আলোচনা হয়। ইহা একটি চলমান প্রক্রিয়া।	চলমান প্রক্রিয়া ফলোআপ করতে হবে।	যুগ্মসচিব (মৎস্য), যুগ্মপ্রধান, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, বিএফআরআই
৭	দেশের আপামর জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য কো-অপারেটিভের মাধ্যমে খামার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ক) ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৭ প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। খ) সমবায়ের ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।	(ক) বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৭ প্রণয়নের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। (খ) বিষয়টি বাস্তবায়িত মর্মে গণ্য করা যায়।	অতিঃ সচিব (প্রাস-২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৮	দুধ ও মাংসের চাহিদা পূরণে দেশের দক্ষিণ এবং পশ্চিমাঞ্চলে বিরাট চর এলাকায় মহিষের খামার প্রতিষ্ঠা করতে	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, দুধ ও মাংসের চাহিদা পূরণে লক্ষ্যে মহিষ উন্নয়ন (২য় পর্যায়)-শীর্ষক প্রকল্পটি গত ২৩/১০/১৮ খ্রিঃ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।	প্রকল্পটির পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রাস-২), যুগ্মপ্রধান, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ

	হবে।			অধিদপ্তর															
৯	Black Bengal Goat -এর মাংস মধ্যপ্রাচ্যে খুবই জনপ্রিয় বিধায় প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতিকে জোরদার করে মধ্য প্রাচ্যের বাজারে স্থান করে নেয়া যেতে পারে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, সরকারি ছাগল খামার হতে সুফলভোগীদের মাঝে নির্ধারিত মূল্যে পাঠা বিতরণ করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের নভেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত Black Bengal Goat জাতের ২৩৬ টি পাঠা সরকার নির্ধারিত মূল্যে সরকারী ছাগল উন্নয়ন খামার হতে কৃষক/খামারী/দুগ্ধ মহিলাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে এবং একই সময়ে ৭ টি জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র (ফরিদপুর, কুমিল্লা, সিলেট, পাবনা (ঈশ্বরদী), রংপুর, খুলনা ও বরিশাল) থেকে ১১৮৪ টি ছাগীর প্রাকৃতিক প্রজনন করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বৎসরে কৌলিকমান উন্নয়নকৃত ০৬ টি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের পাঠা পালনকারী খামারীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।	(ক) মধ্য প্রাচ্যের বাজারে Black Bengal Goat এর মাংসের চাহিদা ও রপ্তানি বিষয়ে তথ্য পরবর্তী সভায় পেশ করতে হবে। (খ) গাইডলাইন অনুযায়ী Black Bengal Goat উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) সুফলভোগীদের মাঝে বিতরণকৃত পাঠার ব্যবহার ও সুফল সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। (ঘ) Black Bengal Goat এর Branding এর জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত প্রস্তাব ফলোআপ করতে হবে।	অতিঃ সচিব (প্রাস-২) মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/বিএলআরআই															
১০	বিদেশে প্রচুর চাহিদার প্রেক্ষিতে ভেড়ার মাংস উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ভেড়ার মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য খামার রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম আছে। ভেড়ার মাংস জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচার কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	(ক) ভেড়া ও মাংসের উপকারিতা জনপ্রিয় করার জন্য ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় নিয়মিত প্রচার করতে হবে। (খ) সকল ভেড়ার খামার রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা নিতে হবে। (গ) ভেড়া, ছাগল ও মহিষের ক্ষেত্রে ৫% হারে সুদে ঋণ প্রদানের জন্য প্রেরিত পত্রের ফলোআপ করতে হবে।	অতিঃ সচিব (প্রাস- ২) মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, বিএলআরআই															
১১	মালয়েশিয়াতে বিনুকের চাহিদা থাকায় কাঁকড়া, শামুক, বিনুক ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাত করণের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, (ক) বাংলাদেশ হতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানিকৃত কাঁকড়া ও কুচিয়ার বিবরণ নিম্নরূপ: <table border="1" data-bbox="475 1303 1045 1482"> <thead> <tr> <th>ক্র. নং</th> <th>মাস</th> <th>পণ্যের বিবরণ</th> <th>পরিমাণ (মে.টন)</th> <th>আয় (মিলিয়ন ইউ এস ডলার)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>১.</td> <td>নভেম্বর, ২০১৮</td> <td>কাঁকড়া</td> <td>৩৭.৫০</td> <td>০.৩৯</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>কুচিয়া</td> <td>১৪৪১.০০</td> <td>৩.০১</td> </tr> </tbody> </table>	ক্র. নং	মাস	পণ্যের বিবরণ	পরিমাণ (মে.টন)	আয় (মিলিয়ন ইউ এস ডলার)	১.	নভেম্বর, ২০১৮	কাঁকড়া	৩৭.৫০	০.৩৯			কুচিয়া	১৪৪১.০০	৩.০১	(ক) কাঁকড়া, শামুক, বিনুক ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানি বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (খ) রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও বনবিভাগ হতে কুচিয়া রপ্তানির তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। (গ) শামুক ও বিনুক রপ্তানির কার্যক্রম সম্পর্কে পরবর্তী সভায় প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে।	যুগ্মসচিব (মৎস্য) মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/বিএফআরআই
ক্র. নং	মাস	পণ্যের বিবরণ	পরিমাণ (মে.টন)	আয় (মিলিয়ন ইউ এস ডলার)															
১.	নভেম্বর, ২০১৮	কাঁকড়া	৩৭.৫০	০.৩৯															
		কুচিয়া	১৪৪১.০০	৩.০১															
১২	গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক উন্নয়নে হাঁস-মুরগির খামারসহ যে সকল খামারে ঋণ প্রদান করা হয়েছে সেগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তদারকি করতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ক) মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছর হতে নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত ৩৪ কোটি ৭৮ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে এবং ক্রমপুঞ্জিতভাবে ২৪ কোটি ২৬ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা আদায় করা হয়েছে। খ) ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়মুক্তি প্রদানের বিষয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে বিগত ০৪/১২/২০১৮ খ্রি. তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। (ঘ) মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষুদ্রঋণ সম্পূর্ণ সুদমুক্ত। শুধুমাত্র ৫% হারে সার্ভিস চার্জ প্রযোজ্য। (ঙ) ঋণের জন্য অডিট নিষ্পত্তির বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তর হতে গত ০৭/১০/২০১৮ খ্রি. তারিখে প্রেরিত প্রস্তাবের কার্যক্রম মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় অবহিত করেন যে, ক) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় ১৯৯৬-৯৭ হতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের নভেম্বর/২০১৮	ক) ক্ষুদ্র ঋণ ও ঘূর্ণায়মান তহবিলের অর্থ বিতরণ ও আদায় নীতিমালা অনুযায়ী অব্যাহত রাখাসহ অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে। খ) ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়মুক্তি প্রদানের বিষয়ে পদ্ধতিগত প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। (গ) ঋণের ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। (ঘ) প্রাণিসম্পদের ন্যায় মৎস্য সম্পদের ক্ষেত্রে ৫% সরল সুদে ঋণ প্রদানের প্রয়োজনীয়	অতিঃ সচিব (প্রাস-২)/যুগ্মসচিব (মৎস্য) মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর															

		<p>পর্যন্ত ১ লক্ষ ২৯ হাজার ৫৩ জন সুফলভোগীর মাঝে সর্বমোট ৮৬ কোটি ০৯ লক্ষ টাকা (মূল বিনিয়োগ+পুণঃ বিনিয়োগ) বিতরণ করা হয়েছে। ১৯৯৭-৯৮ হতে নভেম্বর/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত আদায়কৃত টাকার পরিমাণ ৬৬ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা, আদায়ের হার ৭৮.০০%। বিতরণ নীতিমালা অনুযায়ী ঘূর্ণায়মান তহবিল থেকে ঋণ বিতরণ অব্যাহত আছে।</p> <p>খ) ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়মুক্তি প্রদানের কার্যক্রম চলমান আছে।</p> <p>গ) যোগাযোগ অব্যাহত আছে।</p> <p>ঙ) ঋণের ব্যাপারে অডিট নিষ্পত্তির বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে।</p>	<p>উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>(ঙ) ঋণের জন্য অডিট নিষ্পত্তির বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>(চ) মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সমন্বিত সভা করে নির্দেশনাটির বিষয়ে অগ্রগতি জানাতে হবে।</p>	
১৩	<p>মনিটরিং ও আইন প্রয়োগের মাধ্যমে খাদ্য দ্রব্যে ফরমালিন মিশ্রনের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।</p>	<p>সভায় বিষয়টি বাস্তবায়িত মর্মে আলোচনা হয়। ইহা একটি চলমান প্রক্রিয়া।</p>	<p>মাছে ফরমালিন মিশ্রন রোধে এবং মৎস্য ও পশুখাদ্যে ভেজাল রোধে আইন প্রয়োগসহ মনিটরিং জোরদার করতে হবে।</p>	<p>অতিঃ সচিব (প্রাস-২), যুগ্মসচিব (মৎস্য), মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, বিএলআরআই</p>
১৪	<p>এ মন্ত্রণালয়ের কাজের পরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উইংয়ের জন্য একটি করে দুইটি অতিরিক্ত সচিবের পদ সৃজনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভাকে জানান যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্যের ভিত্তিতে তথ্যাদি গত ০৭ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে গত ২৮ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৩ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখের পত্রে ০৬ (ছয়) টি ক্যাডার পদ স্থায়ীভাবে এবং ১৫(পনের) টি সহায়ক পদ অস্থায়ীভাবে সৃজনে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।</p>	<p>০৬ (ছয়) টি ক্যাডার পদ স্থায়ীভাবে এবং ১৫(পনের) টি পদ অস্থায়ীভাবে সৃজিত পদের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়</p>
১৫	<p>বাংলাদেশের দক্ষিণে একটি মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা যেতে পারে।</p>	<p>মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, মৎস্য পণ্যের বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী খুলনা, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় ৩টি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি রয়েছে। খুলনায় একটি বর্ণিত ল্যাবরেটরি থাকায় পরবর্তীতে চাহিদা সাপেক্ষে দক্ষিণাঞ্চলে ল্যাবরেটরি স্থাপন করা যেতে পারে। তবে উত্তরাঞ্চলে ও হাওড়াঞ্চলে বর্ণিত ল্যাবরেটরির প্রয়োজন রয়েছে। ইতোমধ্যে হাওড়াঞ্চলে (সিলেটে) একটি ল্যাবরেটরি স্থাপনের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।</p>	<p>(ক) প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ল্যাবরেটরি স্থাপন করতে হবে।</p> <p>(খ) উত্তরাঞ্চলে ও হাওড়াঞ্চলে ল্যাবরেটরি স্থাপনের ডিপিপি প্রেরণের বিষয়ে ফলোআপ করতে হবে।</p>	<p>অতিঃ সচিব (মৎস্য)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর</p>
১৬	<p>সরকারি চিড়িয়াখানা, মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ইত্যাদি থেকে যে রাজস্ব আয় হয় তার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ ঐ প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারবে।</p>	<p>অর্থ বিভাগের অনুসন্ধান মোতাবেক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্য প্রদানের জন্য এ মন্ত্রণালয় হতে পত্র দেয়া হয়েছে এবং সর্বশেষ ২২/১১/২০১৮ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে তথ্য প্রদানের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।</p>	<p>অর্থ বিভাগের অনুসন্ধান মোতাবেক জরুরি ভিত্তিতে তথ্য প্রেরণ করতে হবে।</p>	<p>অতিঃ সচিব (প্রাস-২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর,</p>
১৭	<p>২০০৯-১২ এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে এ মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত দু'টি বার্ষিক প্রতিবেদনকে সমন্বিত করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>	<p>সভায় বিষয়টি বাস্তবায়িত মর্মে আলোচনা হয়।</p>	<p>বাস্তবায়িত মর্মে গণ্য করা যায়।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর</p>
১৮	<p>মৎস্য অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো সংশোধন ও পুনর্গঠন করে ইউনিয়ন পর্যন্ত সম্প্রসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ</p>	<p>মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, অত্যাবশ্যকীয় ৫৫৭টি পদ সৃজন বিষয়ে তথ্যাদি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে ৪ হাজার ৫৫৪টি ক্ষেত্র সহকারীর পদ সৃজনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যাচিত তথ্যাদি গত</p>	<p>(ক) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরিত পত্রের ফলোআপ করতে হবে।</p> <p>(খ) বিষয়টি ফলোআপ করতে হবে।</p>	<p>মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ</p>

		০৫/০৮/২০১৮ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে বিষয়টি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।		
১৯	জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট এবং রোগ অনুযায়ী গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় অবহিত করেন যে, ৫২টি পদ সৃজিত হয়েছে। রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দ দেয়া হবে।	পদ সৃজনের কার্যক্রম ফলোআপ করতে হবে এবং প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালন ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজস্ব বাজেটে অর্থ বরাদ্দ রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
২০ (ক)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গেঃ মেঘনা নদীর তীরবর্তী স্থানে এবং কক্সবাজারের সোনাদিয়াতে মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের উপস্থিতির ওপর জরিপ পরিচালনা করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই সভায় জানান যে, পরবর্তী কার্যক্রম ফলোআপ করা হচ্ছে।	নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত মর্মে গণ্য করা যায়। পরবর্তী কার্যক্রম ফলোআপ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
(খ)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গেঃ বাণিজ্যিক চাষের উদ্দেশ্যে মুক্তার আকার বড় করার ওপর গবেষণা জোরদার করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই সভায় জানান যে, গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং বেশ অগ্রগতি হচ্ছে।	গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং অগ্রগতি সভায় জানাতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
(গ)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গেঃ কোন ধরনের Treatment ছাড়া প্রকৃতি থেকে সংগৃহীত মুক্তা বহু বছর রেখে দিলে এক সময় মুক্তাগুলি বিলীন (Disappear) হয়ে যায় কেন, এর কারণ অনুসন্ধান।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই সভায় জানান যে, ইনস্টিটিউটে এ বিষয়ে গবেষণা অব্যাহত আছে।	চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং অগ্রগতি সভায় জানাতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
(ঘ)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গেঃ ইমেজ পার্ল বা চ্যাপ্টা মুক্তার চাহিদা থাকায় বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যে এর উপর গবেষণা করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই সভায় জানান যে, ইনস্টিটিউট থেকে ইমেজ পার্ল বা চ্যাপ্টা মুক্তা উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে ইতোমধ্যে সফলতা অর্জিত হয়েছে। প্রযুক্তিটি প্রমিতকরণের লক্ষ্যে বর্তমানে গবেষণা অব্যাহত আছে।	চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং অগ্রগতি সভায় জানাতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
(ঙ)	ঝিনুকের খোলস চুন তৈরিতে ব্যবহার হয়। তাছাড়া হাঁস-মুরগী ও মাছের খাদ্য হিসেবেও ইদানিং ঝিনুক ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হওয়ায় ঝিনুক বিলুপ্ত হতে যাচ্ছে। তাই দেশীয় ঝিনুকের প্রজনন ও অন্যান্য বিষয়ে গবেষণা করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই সভায় জানান যে, প্রাকৃতিক উৎসে ঝিনুকের প্রাপ্যতা সহনশীল মাত্রায় বজায় রাখার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে দেশীয় ঝিনুকের প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং অন্যান্য বিষয়ে গবেষণা চলমান রয়েছে। অগ্রগতি সভায় অবহিত করা হবে।	গৃহিত প্রকল্পের গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি জানাতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
(চ)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গেঃ দেশীয় ঝিনুকে মুক্তার বাণিজ্যিক চাষ এখনই আরম্ভ করতে হবে। এ	মহাপরিচালক, বিএফআরআই সভায় জানান যে, দেশীয় ঝিনুকে মুক্তা উৎপাদনের কৌশল ইতোমধ্যে উদ্ভাবন করা হয়েছে। গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নিমিত্ত ইনস্টিটিউটে ১টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান আছে।	চলমান কার্যক্রম ফলোআপ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট

	ব্যাপারে একটি প্রকল্প নিতে হবে।			কর্মকর্তাগণ।
(ছ)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গেঃ মুক্তার গবেষণা যুগোপযোগী করার জন্য প্রণোদিত উপায়ে মুক্তা তৈরীতে অগ্রগামী দেশ যেমনঃ চীন, জাপান এবং ফিলিপাইনের সহযোগিতা চাওয়া যেতে পারে।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই সভায় জানান যে, অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপন করা হবে।	চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং অগ্রগতি সভায় জানাতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
(জ)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গেঃ গণভবনের লেক মুক্তা চাষের উপযোগী হলে সেখানে মুক্তার প্রদর্শনী চাষ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই সভাকে অবহিত করেন যে, ক) গণভবনের লেক-এ মুক্তা চাষের উপর মৎস্য অধিদপ্তর কাজ করছে। খ) বঙ্গভবনের পুকুরে মুক্তাচাষ কার্যক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।	ক) গণভবনের লেক-এ মুক্তা চাষের অগ্রগতি জানাতে হবে। খ) বঙ্গভবনের পুকুরে মুক্তা উৎপাদিত হওয়ায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
(ঝ)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গেঃ উপরোল্লিখিত কাজ সূত্রেভাবে করার লক্ষ্যে দীর্ঘ ও ধারাবাহিক গবেষণা পরিচালনার নিমিত্ত একটি ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে পেশ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভাকে অবহিত করেন যে, ইতোমধ্যে ইনস্টিটিউট কর্তৃক গৃহিত প্রকল্পের আওতায় ঝিনুকে মুক্তা উৎপাদন গবেষণার পাশাপাশি ঝিনুকের প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন, উৎপাদিত মুক্তার আকার বৃদ্ধি ও রং প্রমিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে। অগ্রগতি সভায় জানানো হবে।	ক) ডিপিপি অনুমোদিত হয়ে বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান এবং নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত মর্মে গণ্য করা যায়। খ) উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি জানাতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

৪। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির ন্যায় যে সকল নির্দেশনাসমূহ শতভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রধান-কে শতভাগ বাস্তবায়ন মর্মে প্রতিবেদন দিতে হবে। এরূপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর নির্দেশনাটি বাস্তবায়ন মর্মে গণ্য করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জানাতে হবে।

৫। বিগত ০১/০৪/২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির ৩য় সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন:

ক্রঃ নং	আলোচ্যসূচি	মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির ৩য় সভার সিদ্ধান্তসমূহ	আলোচনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিবরণ	বাস্তবায়নে
১	দেশের অর্থনীতিতে সমুদ্র সম্পদের অপার সম্ভাবনা বিবেচনায় সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়নসহ দেশের মৎস্য সম্পদের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন।	ক) মৎস্য অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় ১,৫৩১টি পদ সৃজনের প্রস্তাব পুনরায় অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। খ) ৬০০টি ক্ষেত্র সহকারীর পদ রাজস্ব খাতে সৃজনের সম্মতি প্রদানের প্রস্তাব পুনরায় অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। গ) ১৬টি মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেক পোস্টের জন্য ৪২৪টি পদ জরুরী ভিত্তিতে সৃজনের নিমিত্ত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ক) অত্যাব্যবশ্যিকীয় ৫৫৭টি পদ সৃজন বিষয়ে তথ্যাদি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। খ) ৬০০টি ক্ষেত্র সহকারীর পদ রাজস্ব খাতে সৃজনের বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় সম্মতি প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করেছে। গ) সার্ভেল্যান্স চেক পোস্টের জন্য ৪২৪টি পদ সৃজনের বিষয়টি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অনিষ্পন্ন রয়েছে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
২	পরিবেশবান্ধব ও উন্নত চাষ পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে টেকসই ভিত্তিতে চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান অবকাঠামো সংস্কার ও নির্মাণ এবং চিংড়ি চাষিকে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান।	ক) প্রান্তিক চিংড়ি চাষিকে এক অংক বিশিষ্ট সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয় এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। খ) উপকূলীয় এলাকায় পোল্ডারের মুইসগেটসমূহ সংস্কার/পুনঃনির্মাণে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, তথা পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় জরুরী ভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ক) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্তে সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। খ) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্তে সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৩.	নিরাপদ মৎস্য সরবরাহ	ক) মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ শাখার	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান	অতিরিক্ত

	নিশ্চিত করার জন্য মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমের সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টি, NRCP -এর আওতা বৃদ্ধিকরণ এবং মান নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রণোদনা প্রদান।	১৩৬টি পদ সৃজনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। খ) মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নির্দিষ্ট হারে প্রণোদনা প্রদানের বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয় পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ।	যে, ক) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অনিষ্পন্ন রয়েছে। খ) ঝুঁকিভাতা/প্রণোদনা অনুমোদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৪.	প্রাকৃতিক উৎস থেকে চিংড়ির রেণু/পোনা আহরণ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে চিংড়ি পোনা আহরণকারী দরিদ্র জেলেদের ডিজিএফ সহায়তা প্রদান ও বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।	ক) প্রাকৃতিক উৎস থেকে চিংড়ি পোনা আহরণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৫.	রুইজাতীয় মাছের স্বতন্ত্র প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হালদা নদী সংরক্ষণ এবং এ নদীতে স্থাপিত ৪০ কি.মি. দীর্ঘ অভয়াশ্রম স্থায়ীভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টি, অর্থের সংকুলান ও আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়।	ক) মাছের কোলিতাত্ত্বিক বিশুদ্ধতা (Genetic purity) অক্ষুন্ন রাখতে হালদা নদীকেন্দ্রিক বিভিন্ন সংস্থার কার্যক্রম সমন্বিতভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে মাননীয় মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ, ওয়াসা এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণে অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন সমন্বয় করার পদক্ষেপ গ্রহণ।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, সভায় বিষয়টি বাস্তবায়িত মর্মে গণ্য করা যায়। ইহা একটি চলমান প্রক্রিয়া।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৬.	মৎস্যখাদ্যে স্থানীয়ভাবে আমিষের উৎস বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ।	মাছের জন্য তৈরি খাদ্যের মূল্য ক্রয়সীমার মধ্যে রাখার লক্ষ্যে, বিশেষতঃ মৎস্যখাদ্যে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত আমিষের উৎস বৃদ্ধির লক্ষ্যে সয়াবিন ও ভুট্টার উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, সভায় বিষয়টি বাস্তবায়িত মর্মে গণ্য করা যায়। ইহা একটি চলমান প্রক্রিয়া।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৭.	তিস্তা বাঁধ প্রকল্পের সেচ ক্যান্ডেলে মাছচাষ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রদান।	তিস্তা বাঁধ প্রকল্পের সেচ ক্যান্ডেলে সমাজভিত্তিক মাছচাষ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের নিমিত্ত পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে সদয় নির্দেশনা প্রদান।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, মৎস্য অধিদপ্তরের ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। জেলা প্রশাসন ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের সমন্বিত অংশগ্রহণে সেচ ক্যান্ডেলে সমাজভিত্তিক মাছচাষ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

৬। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
০৩/০১/২০১৯
(মোঃ রইছউল আলম মন্ডল)
সচিব